দৈনিক ইত্তেফাক

29

তারিখ ... 21 DEC 1998 ...
পৃঃ 8 কলাম 3 ...

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বি এস এম এম ইউ) হইতেছে দেশের প্রথম এবং একমাত্র পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষ ও অগ্রগতি সাধনের পথ এখন উন্মুক্ত ও বিস্তৃত হইবে-ইহাই সকলের প্রত্যাশা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইতেছে, জানুয়ারী'৯৯ সেশনে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডে এক ধরনের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের গত ৪/১২/৯৮ তারিখে দেড় ঘন্টার একটি এমসিকিউ পদ্ধতির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। প্রবেশপত্রে সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে আসন গ্রহণের কথা উল্লেখ করা ছিল। কিন্তু এই সময়সূচী কতটা যৌক্তিক ছিল? সকাল ৯-৩০ কিংবা ১০ টায় পরীক্ষা শুরু করিলেও ঐদিন শুক্রবার-জুমা নামাজের অনেক আগেই তাহা শেষ করা যাইত। সে ক্ষেত্রে ঢাকার আশপাশের অনেক স্থান হইতেই পরীক্ষার্থীরা ঐদিন ভোরে রওনা করিয়া অনায়াসে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইতেন। রাজধানীতে অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন না থাকায় হোটেলে অবস্থান করিতে হয়। কাজেই তাঁহাদের সময় ও অর্থ দুইটিরই সাশ্রয় হইত। একজন পরীক্ষার্থী হিসাবে আমাকে দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পরীক্ষা দিতে গিয়া দেখিলাম আরেক বিড়ম্বনা। কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়াও আমাদেরকে গেটে (তালাবদ্ধ) প্রায় আধঘন্টা অপেক্ষা এবং কক্ষে প্রবেশের পর আরও বিশ মিনিট পর প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চল্লিশ মিনিট পর পরীক্ষা শুরুর প্রাক্কালে আমাদের কক্ষে দায়িত্বরত ইনভিজিলেটর সাহেব সৃষ্টি করেন আরেক অযাচিত তর্কের। তাঁহার মতে, রেডিওলজি (এমডি) সার্জারী ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত বিধায় বিষয়টির সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করিলেন না। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের বক্তব্যই (বিষয়টি মেডিসিন ফ্যাকাল্টির) সঠিক প্রমাণিত হয়; কিন্তু ক্ষতি হয় পরীক্ষার্থীদেরই কারণ এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের অবসান ঘটাইতে তাঁহারা যে অত্যন্ত মূল্যবান ৯ মিনিট সময় নষ্ট করেন, পরীক্ষার্থীদের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা আর বরাদ্দ করেন নাই। আশা করি, কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবেন।

ডাঃ রফিক,
চক্ষু বিশেষজ্ঞ,
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ
হাসপাতাল,
ফরিদপুর।